অবৈধ যৌন সম্পর্কের জের ঃ চোখের সামনে স্বামীকে গুলি করে খুন করিয়ে প্রেমিক মাসতুতো দাদা-সহ ধৃত স্ত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ একাধিক পুরুষের সাথে যৌনসম্পর্কের সাথে যুক্ত স্ত্রী চোখের সামনে নিজের স্বামীকে গুলি করতে দেখেও চুপ থাকলেন। বর্তমান প্রেমিক নিজের মাসতুতো দাদাকে সাথে নিয়ে ঠান্ডা মাথায় নিজের স্বামীকে খুন করিয়েও শেষরক্ষা হল না। তবে পুলিশসূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী নিজের স্বামীকে খুন তার স্ত্রী এবং তার প্রেমিক নয় আরও দুজন সুপারি কিলারদের কেউ করেছে। পান্ডবেশ্বর থানা এলাকার কেন্দ্রা গ্রামের বাসিন্দা সঞ্জয় বাউরি খুনের ঘটনার চাঞ্চল্যকর তথ্য এখন পুলিশের হাতে। ধৃত সঞ্জয়ের স্ত্রী সাধনা বাউরি ও তার প্রেমিক মাসতুতো দাদা সুরজ বাদ্যকরকে রবিবার দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের ১০ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। পান্ডবেশ্বর থানা এলাকায় শ্যামলাতে অজয় নদের বালি থেকে গত বুধবার উদ্ধার হয় পচাগলা একটি দেহ। মৃত ওই ব্যক্তি পান্ডবেশ্বর থানা এলাকার কেন্দ্রা গ্রামের বাসিন্দা। নাম সঞ্জয় বাউরি (৩৫)। তার স্ত্রী সাধনা বাউরির সাথে তারই মাসতুতো দাদা বীরভূমের ভবানন্দপুরের বাসিন্দা বর্তমানে কেন্দ্রা গ্রামের বাসিন্দা সুরজ বাদ্যকরের বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জেরে সঞ্জয়কে খুন করা হয় বলে সঞ্জয়ের পরিবারের অভিযোগ। পান্ডবেশ্বর থানার পুলিশ সাধনা বাউরিকে ও সুরজ বাদ্যকরকে গ্রেফতার করেছে। শুক্রবার মৃতের পরিবার সঞ্জয়ের দেহ দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের পরে পান্ডবেশ্বর থানায় নিয়ে এসে গ্রেফতার হওয়া দুজনের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিও জানায়। পান্ডবেশ্বর থানা এলাকার কেন্দ্রা গ্রামের বাসিন্দা সঞ্জয় বাউরির সাথে ওই গ্রামের মেয়ে সাধনার প্রণয়ের পরে তাদের বিবাহ হয়। সঞ্জয়ের পরিবারের অভিযোগ, সাধনা বিয়ের কয়েকবছর পরেই ওই গ্রামের এক যুবক বান্টুর সাথে পালিয়ে যায়। ফের ফিরে আসে এবং সঞ্জয়ের সাথে সংসার করতে থাকে। সাম্প্রতিককালে সাধনার জীবনে বীরভূমের ভবানন্দপুরের বাসিন্দা তারই মাসতুতো দাদা সুরজ বাদ্যকরের বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রায়শই সঞ্জয়ের অনুপস্থিতিতে এই যুবক সাধনার কাছে আসত এবং যৌনসম্পর্কে লিপ্ত হত বলে পুলিশি জেরায় স্বীকার করেছে দুজন। গত ২৩ সেপ্টেম্বর রাতে সঞ্জয়, সুরজ ও সাধনা এবং আরও দু-তিনজন (সুরজ এদের নিজের বন্ধু বলে আনে) একসাথে বসে মদ্যপান করে। সেইসময় সঞ্জয়কে মদ খাওয়ানোর পরে গুলি করে খুন করা হয়। মদের সাথে বিষপান করানো হয়। সুরজ যাদের নিয়ে আসে বন্ধু বলে তাদের কে সুরজ টাকা দিয়েছিল বন্ধু কেনার। সেই সুপারি কিলারদের কেউ গুলি করে সঞ্জয়কে খুন করে। সঞ্জয়ের মৃত্যু হলে তাকে মোটা কাঁথাতে জড়িয়ে সুরজ ও তার এক সাথী বাইকের মাঝে মৃতদেহ নিয়ে যায় শ্যামলাতে অজয় নদের ঘাটে।

সেখানে বালিতে সঞ্জয়ের দেহ পুঁতে দেওয়া হয়। এই সবকিছুর সাক্ষী সঞ্জয়ের বিবাহিতা স্ত্রী সাধনা। সকাল হতেই সাধনা পাড়ার কারো কারো কাছে গল্প ফাঁদে যে তার সাথে ঝগড়া করে সঞ্জয় রাগ করে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু সঞ্জয় চারদিন নিখোঁজ থাকলেও তার ভাইদের কিছুই জানায়নি সাধনা বলে দাবি সঞ্জয়ের ভাই সঞ্জিত বাউরির। সে সরাসরি দাবি করে, তার বৌদি দাদাকে খুন করেছে। গত বুধবার শ্যামলাতে অজয় নদের বালিতে পোঁতা সঞ্জয়ের দেহ কুকুরে টেনে বের করে। সেই দৃশ্য ট্রলিতে বালি ভরতে আসা শ্রমিকরা দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে। পচাগলা দেহ উদ্ধার হয়। সঞ্জয়ের হাতে একটি ট্যাটু ছিল। সঞ্জয়ের পরিবার এই দেহ উদ্ধারের খবর পায় শুক্রবার। তারা থানায় যোগাযোগ করে। ওই ট্যাটু দেখে তার পরিবার শনাক্ত করতে পারে সঞ্জয়কে। এরপরেই পুলিশ শুক্রবার দুপুরেই আটক করে সঞ্জয়ের স্ত্রী সাধনা ও তার প্রেমিক সুরজকে। শুক্রবার সন্ধ্যায় আসানসোল জেলা হাসপাতাল থেকে সঞ্জয়ের দেহ ময়নাতদন্তের পরে পান্ডবেশ্বর থানায় নিয়ে এসে তার আত্মীয় পরিজনেরা দোষী দুজনের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানায়। সাধনার সাথে সঞ্জয়ের সম্পর্ক খুব একটা ভালো ছিল না। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সঞ্জয়ের সাথে বিবাহের আগেও সাধনার অন্য কারো সাথে বিয়ে হয়েছিল। তারপরে সঞ্জয়ের সাথে প্রণয় ও বিবাহ। কেন্দাতে ইসিএল-এর আবাসনে সাধনা ও সঞ্জয় থাকলেও অনেক পুরুষের সাথেই সাধনা যৌনসম্পর্কে লিপ্ত হয় বলেও পুলিশ জানতে পারে। সেই কারণে সঞ্জয়ের সাথে সাধনার বিবাদ। সাধনার বাবা ইসিএল কর্মী ছিলেন। তাকে কয়েকবছর আগে সঞ্জয় চিকিৎসা করাতে চেন্নাই নিয়ে যায়। কিন্তু চেন্নাই থেকে আসার সময় সাধনার বাবা নিখোঁজ হয়ে যায়। আজও তার খোঁজ পাওয়া যায়নি বলে পুলিশ তদন্তে উঠে এসেছে। এরপরে সাধনার বাবার ইসিএল-এর চাকরি পায় সাধনার মাসতুতো দাদা বীরভূম জেলার ভবানন্দপুরের বাসিন্দা সুরজ বাদ্যকর। এরপরে সুরজ আসে কেন্দ্রা গ্রামেই। সাধনার সাথে তার শারীরিক সম্পর্ক তৈরি হয়। এরপরেই তারা সঞ্জয়কে পথের কাঁটা মনে করে তাকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা চালায়। সুরজ তার দুই পরিচিতকে বন্ধুক কেনার টাকা দেয়। ২৩ তারিখ রাতে সঞ্জয়ের বাড়িতে মদ্যপানের আসরের উদ্যোগ নেয় সুরজ। সেখানে তার দুজন বন্ধুকে নিয়ে হাজির হয় সুরজ। মদ্যপান চলার পরে মধ্যরাতে সঞ্জয়কে গুলি করে খুন করে সুরজের সঙ্গে থাকা দুজনের কেউ বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। সাধনার চোখের সামনে এই খুন তারপর দেহ লোপাটের চক্রান্ত। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। সাধনার বহু পুরুষের সাথে যৌনসম্পর্কে লিপ্ত হওয়ার একটা প্রবণতার কথা পুলিশি তদন্তে উঠে এসেছে। আর এই প্রবণতাই তার জীবনের এই পরিণতির দিকে তাকে নিয়ে এল। রবিবার সুরজ ও সাধনাকে তোলা হয় দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে। খোঁজ চলছে দুই সুপারি কিলারের। এই দুজনকে পুলিশি হেফাজতে নিয়ে পুলিশ এই খুনের পুনর্গঠন করতে চাইছে।

ব্যাঙ্ক মিত্র খুনে পুলিশের জালে ৩

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ সেপ্টেম্বর মাসের ১১ তারিখে অন্ডালের জামবাদ বেনিয়াড়ি এলাকায় একটি রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কের এক ব্যাঙ্ক মিত্র সুর্যপ্রকাশ ব্যানার্জী (৩৩) নিজের অফিসের দরজায় খুন হয় দুষ্কৃতীদের বন্দুকের গুলিতে। দুপুরবেলা নিজের অফিসে বসে ছিলেন সুর্যপ্রকাশ বাবু আচমকা দুই বাইক আরোহী অফিসে ঢুকে তার কাছ থেকে টাকার ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে চলে যেতে চাইলে তাদের আটকাতে গিয়ে দুষ্কৃতীদের ছোঁড়া গুলিতে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় সুর্যপ্রকাশ ব্যানার্জীর। দিনে দুপুরে এই খুনের ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। স্থানীয়রা পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন। এরপর থেকেই অন্ডাল থানার পুলিশ জোরকদমে তল্লাশি চালায় অভিযুক্তদের খোঁজে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ ওই খুনের তিন আসামিকে বিহারের লক্ষ্মীপুর থানা এলাকা থেকে আটক করে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। ধৃত রামদুলার বিশ্বকর্মা, দীপকুমার চৌহান ও মনোরঞ্জন ভুঁইয়াকে গ্রেফতার করে অন্ডাল থানায় নিয়ে আসে শনিবার রাতে। গ্রেফতার হওয়া এই তিন দুষ্কৃতীকে রবিবার দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের ১৪ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। এই তিন দুষ্কৃতী এই ব্যাঙ্ক মিত্র কর্মীকে বিভিন্ন গ্রাহককে কাছে টাকা আনতে দেখে। তারা বেশ কয়েকদিন নজরদারি চালায় সুর্যপ্রকাশ ব্যানার্জীর ওপর। ওই দিন গ্রাহকদের কাছে টাকা ব্যাগে নিয়ে এসে অফিসে ঢোকামাত্রই বাইকে অনেকক্ষণ অপেক্ষায় থাকা দুজন ঢুকে ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে যায় আর যাওয়ার আগে গুলি করে খুন করে সুর্যপ্রকাশ ব্যানার্জীকে। এদের জেরা করে পুলিশ ওই টাকার সন্ধান চালানোর সাথে সাথে এরা এরাজ্যে আর কি কি অপরাধমূলক কাজ করেছে তার হদিশ পেতে চাই। এদের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র যা ব্যবহার হয়েছিল ব্যাঙ্কমিত্র কর্মীকে খুনে তা উদ্ধার করাও পুলিশের দায়িত্ব এখন।

বর্ধমানে নির্মীয়মান রেলওয়ে ওভারব্রিজ ও অ্যাপ্রোচ রোডের কাজ খুব শীঘ্রই শেষ হবে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ এখনও জোরকদমে চলছে পূর্ব বর্ধমানে নির্মীয়মান রেলওয়ে ওভারব্রিজ ও অ্যাপ্রোচ রোডের কাজ। তবে জেল প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে যে, চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে এই কাজ শেষ হবে বলে আশ্বাস দিয়েছে ঠিকাদার সংস্থার কর্মকর্তারা। কয়েকদিন আগে জেলাশাসক অনুরাগ শ্রীবাস্তব কথা বলেছেন ঠিকাদার সংস্থার কর্মকর্তাদের সাথে। জেলাশাসক অনুরাগ শ্রীবাস্তব জানিয়ে দিয়েছেন যে, পুরানো রেলওয়ে ওভারব্রিজটি বিপদজনক অবস্থায় রয়েছে তাই শীঘ্র এই নির্মাণ রেলওয়ে ওভার ব্রীজটি চালু করা খুবই দরকার। রেল কর্তৃপক্ষ ব্রীজটি দিয়ে ভারী যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে সেই কারণে নির্মীয়মান সেতুটি খুব শীঘ্র চালু করার কথা জানিয়ে দিয়েছে ঠিকাদার সংস্থার কর্মকর্তাদের। তবে ঠিকাদার সংস্থা জানিয়ে দিয়েছে যে, চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়ে যাবে কাজ এবং চালু হয়ে যাবে নতুন বছরেই এই সেতুটি। প্রসঙ্গত উল্লেখ থাকে যে, কলকাতার মাঝেরহাট ব্রীজ কাণ্ডের পর সারা রাজ্যে সেতুগুলি কি অবস্থা খতিয়ে দেখছে রাজ্য সরকার। তবে বিশেষ সূত্রে খবর যে, রাজ্যের বহু সেতু বেহাল অবস্থায় রয়েছে সেগুলো সতর্কতামূলক ভারি যানবাহনের উপর নজর রেখেছে জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা। এমনকি ভারি যানবাহনও নিষিদ্ধ করেছে বিপদজনক সেতুর উপর দিয়ে চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। বর্ধমান রেলওয়ে স্টেশন ম্যানেজার স্বপন অধিকারী জানিয়েছেন যে, নতুন সেতুটি চালু হলে পুরানো সেতুটি বন্ধ করে দেওয়া হবে। তবে এই সেতুটির উপর দিয়ে কালনা, কাটোয়া, বহরমপুর প্রভৃতি রুটের বাস এবং যানবাহন চলাচল করে থাকে। তবে আতঙ্ক থেকে রেহাই নেই যাত্রীদের।

চিকাগো বক্তৃতার ১২৫ বর্ষপূর্তিতে রক্তদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ স্বামী বিবেকানন্দের চিকাগো বক্তৃতার ১২৫ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষে রবিবার রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল সুকুমার স্মৃতি সংঘ হলে। আয়োজক ছিল মা সারদা পাঠচক্র। মোট ৪০ জন রক্তদান করেছেন। শিবিরটির উদ্বোধন করেন, রামকৃষ্ণ মিশন, বাঁকুড়া-র অধ্যক্ষ। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর নগর নিগম ৪নং বোরো চেয়ারম্যান চন্দ্রশেখর ব্যানার্জী, সুকুমার স্মৃতি সংঘের তারক দাস, মোহনবাগান ফুটবল একাডেমির রঞ্জন ব্যানার্জী, মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার স্বস্তিকা ব্যানার্জী, ব্লাইন্ড রিলিফ সোসাইটির দিলীপ শীল।

দেনার দায়ে আত্মহত্যা দম্পতির, চলছে দেদার তেজারতি কারবার দুর্গাপুরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ পেশায় গাড়ি চালক। চড়া সুদের ঋণ নিয়েছিলেন বাজার থেকে। বাড়িতে পাওনাদারদের আনাগোনা। পাওনাদারদের হাত থেকে বাঁচতেই কি বছর ছয়েকের মেয়েকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে বেনাচিতির দম্পতি আত্মহত্যার পথ বেছেনিলেন? বেনাচিতির এই দম্পতির আত্মহত্যা প্রশ্ন তুলে দিল সরকারি নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এবং আয়কর দপ্তরের চোখের সামনে চলছে চড়া সুদে তেজারতি কারবারের রমরমা কারবার। অসীম পাল (৩০) এবং সুপ্রভা পাল (২৫) বেনাচিতির নতুন পল্লীর বাসিন্দা ছিলেন। অসীম পালের বাবা সন্তোষ পালের মতে, চড়া সুদে বাজার থেকে ধার করার কারণে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন এই দম্পতি। আর সেই কারণেই তারা নাকি আত্মহত্যা করেছেন বলে অনুমান অসীমের বাবার। শনিবার সকালে বাড়ির রান্নাঘরে তাদের ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পায় পরিবারের লোকজন। পুলিশ একটি ডায়েরি পেয়েছে যাতে পাওনাদারদের নাম রয়েছে বলে সূত্রের খবর। অসীম আর সুপ্রভার ৫-৬ বছরের একটি মেয়ে রয়েছে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। স্থানীয়দের প্রশ্ন নিয়ম ভেঙে চড়া সুদে যারা টাকা খাটাচ্ছেন তাদের প্রতি কি নজরদারি করা হবে না?

হৃদয় দিবসে রক্তদান শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ বিশ্ব হৃদয় দিবসে দুর্গাপুর মাইনরিটি সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার (ডিএমডব্লুএস)-এর উদ্যোগে সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর-১৬ তে অনুষ্ঠিত হল মানবতার জন্যে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। মোট ১৮ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিশু চিকিৎসক ডাঃ এ আর রহমান (সভাপতি, দুর্গাপুর মুসলিম মাইনোরিটি সোসাইটি) ও দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্ক ইনচার্জ ডাঃ করবী কুণ্ডু এবং দুর্গাপুর মহকুমা ভলেন্টারি ব্লাড ডোনার্স ফোরামের সদস্যগণ।

কেরোসিন মজুত, তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ দীর্ঘদিন ধরে কেরোসিন মজুত করছে এক ব্যবসায়ী। নজরে পড়ে এটাই কাউন্সিলরের। তিনি পুলিশকে জানান ঘটনার কথা। পুলিশ তদন্তে নামে। এমন ঘটনা ঘটেছে দুর্গাপুর নগর নিগমের ১৫ নং ওয়ার্ডের ক্ষুদিরাম নগরে। কাউন্সিলর অসীমা চক্রবর্তী অভিযোগ করেন, ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় বৈধ অনুমতি ছাড়াই মোহন সাউ কেরোসিন মজুত করেছেন তার বাড়িতে। কাউন্সিলরের অভিযোগ, লাইসেন্স বা দমকল বিভাগের অনুমতি ছাড়াই এই ব্যবসায়ী অবৈধভাবে কেরোসিন মজুত করেছেন। শনিবার অসীমা দেবী পুলিশকে নিয়ে অভিযান চালান। এদিকে ব্যবসায়ী মোহন সাউ দাবি করেছেন, খোদ থানা যে কেরোসিন বাজেয়াপ্ত করে সেই তেল মজুত করার বৈধ কাগজপত্র রয়েছে। পুলিশ তদন্তে নেমেছে জনবহুল এলাকায় নির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনে এবং দমকলের অনুমতি নিয়েই তবে মজুত করা যায় দাহ্য তেল। কিন্তু ব্যবসায়ী কি সেই নিয়ম মেনে মজুত করেছেন? আর তার কি অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা রয়েছে? পুলিশের বাজেয়াপ্ত তেল সঞ্চয়ের বৈধ অনুমতি থাকলেই কি সাত খুন মাফ হয়ে যায় এই প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এখন দেখার বিষয় সত্য কি এবং কতটা তা প্রকাশ পায় পুলিশের তদন্তে।

ছাত্র নিখোঁজে চাঞ্চল্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, নবদ্বীপ ঃ নবদ্বীপের মহেশগঞ্জ অঞ্চলের মহব্বত শেখ নামে ১৪ বছরের এক ছাত্রীর নিখোঁজের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। বাড়ি মহেশগঞ্জের ফুলতলা পাড়া। নিখোঁজের বাড়ির পরিবারের তরফ থেকে নবদ্বীপ থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়েছে। জানা গিয়েছে যে, নিখোঁজ ছাত্রটি পূর্ব বর্ধমান জেলার নাদনঘাট থানার রাঙা গ্রামে একটি মাদ্রাসায় অষ্টম শ্রেণিতে পড়াশোনা করত। গত ২১ সেপ্টেম্বর শেষবারের মতো বাড়িতে গিয়েছিল তারপর থেকে আর তার খোঁজ মিলছে না। শাহিনা বিবির কথায়, ছেলে বাড়িতে এসে পড়াশোনা করতে সম্মতি ছিল না। পরিবারের পক্ষ থেকে মাদ্রাসায় খোঁজ নিলে জানা যায় সে এখানে আসেনি। নবদ্বীপ থানা সূত্রে জানা গিয়েছে যে, নিখোঁজের ডায়েরি করা হয়েছে এবং ওই পড়ুয়াকে খুঁজে বের করতে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি শুরু হয়েছে।

পুজোতে কমিশনারেটের সতর্কতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ পুজোর মুখে বাড়তি সতর্কতা আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের পক্ষ থেকে। দুর্গাপুর মহকুমার নির্জন এলাকাগুলিতে বাড়তি নজরদারি। আর তার জেরেই মিলল সাফল্য। দুর্গাপুর থানার অন্তর্গত মহিলা মহাবিদ্যালয়ের কাছের জঙ্গল থেকে শনিবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে দুর্গাপুর থানার পুলিশ ৫ জনকে গ্রেফতার করে। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় একটি দেশী পাইপগান ও দুই রাউন্ড গুলি। এই পাঁচজন পুজোর মুখে কোনোও ডাকাতির উদ্দেশ্যে এই নির্জন এলাকায় জড়ো হয়েছিল বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। সম্প্রতি দুর্গাপুর মহকুমার বিভিন্ন থানা এলাকায় বিভিন্ন দোকানের ছাদ কেটে চুরির ঘটনা ঘটেছে। এরা সেই চুরির সাথে জড়িত কিনা তার তদন্ত করছে দুর্গাপুর থানার পুলিশ। ধৃতরা সবাই দুর্গাপুরের বাসিন্দা। রবিবার এই ৫ জনকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। এদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে পুলিশ বহু চুরি, ছিনতাই-এর ঘটনার কিনারা করতে পারবে বলেও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। ডিসিপি (পূর্ব) অভিষেক মোদী বলেন, উৎসবের এই সময়ে অনেক অপরাধমূলক ঘটনা ঘটে। তাই বাড়তি নজরদারি চালাচ্ছি। ৫ জন কুখ্যাত অপরাধী আছে। এদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হবে।

বুদবুদের আমরা ক'জন-এর থিমে হারিয়ে যাওয়া গ্রামবাংলা

মহুয়া ঘোষাল, বুদবুদ ঃ আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে প্রাচীনকে দেখা এবং তুলে ধরার মধ্য দিয়েই এবার দেবীর আরাধনার পথে বুদবুদ আমরা ক'জন স্পোর্টিং ক্লাব। গ্রাম আজ কিন্তু হারিয়ে গিয়েছে সেই গ্রামবাংলার চেহারা। ঢেঁকি গিয়েছে হারিয়ে। হারিয়ে গিয়েছে পুতুল খেলা আর পুতুলের বিয়ে। নেই সেই সীতাহরণ আর গাধা পেটাপেটি খেলা। লঙ্কা ভাজা আর সামান্য আলুভাতে দিয়ে ফেনভাত হারিয়ে গিয়েছে মধ্যবিত্তের মেনু থেকে। নেই ডোমনাড়ুমনি ফুল আর তাই নিয়ে সাঁইপুজুনি আর সাঁজিতি। হারিয়ে গিয়েছে তালপাতার পেখ আর মোরা। মন্দির আছে কিন্তু নেই রামায়ণ-মহাভারত পাঠ। সেইসব হারিয়ে যাওয়া গ্রামবাংলার চেহারা এবার আমরা ক'জন স্পোর্টিং ক্লাবের পুজো মন্ডপে গেলেই দেখতে পাওয়া যাবে। আলোর ঝলকানি থাকবে কিন্তু তার সাথে থাকবে পিদিমের আলো। আধুনিকতার ছোঁয়া থাকবে দেবী মূর্তিতে। তবে ক্লাব কর্তারা এখনই সব ভাঙতে চাইছেন না। তাদের কথায়, এই মুহূর্তে সব যদি জেনে যান তবে আকর্ষণটাই নষ্ট হয়ে যাবে। অনেক কষ্ট করে কিছুটা আভাষ তারা দিয়েছেন। আর বাকিটা মন্ডপে গিয়েই দেখতে হবে। তবে নিশ্চিত দর্শক হতাশ হবেন না উল্টে প্রাণভরে প্রাচীন বাংলার সেই রূপ দেখতে পাবেন এটা চ্যালেঞ্জ নিয়েই বলা যেতে পারে। আমরা ক'জন স্পোর্টিং ক্লাবের দেবী আরাধনার বাজেট সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা। হারিয়ে যাওয়া গ্রাম বাংলার আদলে মন্ডপ তৈরি হচ্ছে প্লাই বোর্ড, বাঁশ, ঝুড়ি, নারকেল গাছের বিভিন্ন দ্রব্য, গাছের পাতা, গাছের ছাল, খেজুর গাছের বিভিন্ন দ্রব্য, পাট, সুতলি, কলা গাছের বিভিন্ন দ্রব্য, ধান, তুস, খড়, বেত, কাপড়, ফাইবার ইত্যাদি দিয়ে। এই থিমের মাধ্যমে গ্রামবাংলা থেকে বিলুপ্ত বা হারিয়ে যাওয়া বিষয়কে তুলে ধরা হচ্ছে বলে জানান ক্লাবের কর্তারা। প্রতিমায় থাকছে আধুনিকতার ছোঁয়া। বুদবুদ শহরের ছোঁয়া লাগা গ্রামীন অঞ্চল। তাই পুজো মানে অন্য এক উন্মাদনা। থাকবে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সামাজিক কর্তব্য কখনও ভুলে যায় না আমরা কজন স্পোর্টিং ক্লাব। তাই থাকবে দুঃস্থদের জন্য বস্ত্র বিতরণ। বেশ কয়েকবছর ধরে বিসর্জনের বাঁচ অনেকটাই বদলে গিয়েছে। এখন ঢাকের তালে কোমর দোলে আর বাজির ধামাকা নয়। তাই আমরা কজন স্পোর্টিং ক্লাবের বিসর্জনেও রয়েছে চমক। আর সেই চমক কিন্তু একেবারেই ভাঙছেন না ক্লাব কর্তারা। তাই বুদবুদে যেতেই হবে দেবীর বিসর্জন দেখতে দ্বাদশীতে। পথনির্দেশঃ মানকর স্টেশন থেকে বুদবুদ গ্রাম ২.৫ কিমি ও বুদবুদ বাজার থেকে হাঁটা পথে বুদবুদ গ্রাম ৫ মিনিটের রাস্তা।

ডাঃ অশোক কুমার নন্দী
MBBS, MD, FIAMS
Regd. No.- 54156 (WBMC)
রোগী দেখছেন :- স্পন্দন হেলথ পয়েন্ট-৪
লিংক রোড, আরামবাগ, হুগলি
সময়- সকাল ১০.৩০ মি. থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত।
যোগাযোগঃ 9732228783, 9775034533

এম. এ. গণি হাসপাতাল
কেন্দ্রে রোড, আরামবাগ, হুগলি
দিবারাত্রী রোগী ভর্তির সুব্যবস্থা আছে।
বিঃ দ্রঃ- স্বাস্থ্যসাথী কার্ড হোল্ডারদের এখানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।
Ph: 9609538713, 9775781615, 03211- 255 222